মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. KOL RMS/474/2016-18
Published on 3rd December, 2018

December, 2018 Volume-IV, Issue-X 8 Pages, Rs. 2.00 Regd. No-WBBEN/2015/63375

এক পলকে দেশ

এক পলকে রাজ্য

বিশ্ব এইডস দিবসকে সামনে রেখে শহরে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনর বিশাল র‍্যালির প্রস্তুতি

এইডস্ ও থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা র‍্যালি সফল করতে শহরে নিবিড় প্রচারে ব্যস্ত সংগঠনের সদস্যবৃন্দ। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-প্রতি বছরের মতো এবারও বিশ্ব এইডস্ দিবসকে (১ ডিসেম্বর) সামনে রেখে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন ২ ডিসেম্বর শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় থেকে এক বিশাল ও বর্ণাঢ্য এইডস্ ও থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা র‍্যালির প্রস্তুতি এখন সমাপ্তির পথে। এই র‍্যালিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে এক পক্ষকাল আগে থেকেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপক প্রচার অভিযান চালিয়েছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। ১৮ই নভেম্বর থেকে শুরু করে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত এই প্রচার অভিযান চলে। ২ ডিসেম্বর সকাল ৮-৩০ মিনিটে এই র‍্যালিতে পা মেলাবেন রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার ক্লাব সংগঠনের সদস্যরা, স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এবং অগণিত শুভানুধ্যায়ী। র‍্যালি শেষে উপহার বর্জিত একটি রক্তদান কর্মসূচীও পালন করা হবে। শহরে বিশিষ্ট চিকিৎসকেরা এইডস্ ও থ্যালাসেমিয়ার ওপর কর্মশালায় বক্তব্য রাখবেন। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের নিখরচায় ওষুধ প্রদান করা হবে।

গজে নিহত

চেন্নাই-তীব্র ঘূর্ণিঝড় 'গজ'-এর দাপটে তামিলনাড়ুতে প্রাণ হারালেন ১৩ জন। মুখ্যমন্ত্রী পালানিস্বামী মৃতদেহ পরিবার বর্গকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

বরাদ্দ বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি-দেশ জুড়ে মিড-ডে মিলে প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়া পিছু যথাক্রমে ২২ ও ৩৩ পয়সা করে বাড়াল কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য চাইলে বরাদ্দ নিজেরা আরও বাড়াতে পারে।

গুরুদ্বার নিয়ে

নয়াদিল্লি-কর্তারপুর করিডর নিয়ে পাকিস্তানের ভূমিকার কড়া নিন্দা করল ভারত। গুরু নানকের জন্মোৎসবে ভারতীয়দের ঢালাও ভিসা দিয়েছিল পাকিস্তান কিন্তু আধিকারিকদের যেতে বাধা দেওয়া হয়।

বুলেট নয়

নয়াদিল্লি- বুলেট ট্রেন চলার সম্ভাবনা নেই। এর বদলে ভারতীয় রেল সেমি হাইস্পিড ট্রেন চালাতে আগ্রহ দেখাচ্ছে। এর জন্য নির্দিষ্ট করিডোর করা হবে বলে রেলসূত্রে প্রকাশ।

বেপাত্তা দেহ

পোর্টব্লেয়ার-আন্দামানের নর্থ সেন্টিনেল দ্বীপে নিহত মার্কিন নাগরিক জন অ্যালেন চাউয়ের মৃতদেহের কোনও সন্ধান নেই। প্রশাসনের তরফ থেকে দেহ উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

বাড়ল দূষণ

নয়াদিল্লি-ধোঁয়াশায় মুড়ে রয়েছে দিল্লি। কয়েক সপ্তাহ ধরে দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী এলাকাতে বায়ু দূষণের সূচক ছিল গড়ে ৩০০। এই সূচক ক্রমে বাড়ছে।

গয়নায় প্রশিক্ষণ

নয়াদিল্লি-গয়নার কারিগরদের ভাতা দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রকল্প চালু করল কেন্দ্রীয় সরকার। জেম অ্যান্ড জুয়েলারি এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল এই প্রশিক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে।

নতুন মেয়র ও ডেপুটি

নিজস্ব প্রতিনিধি-কলকাতার পুরসভার নতুন মেয়র হচ্ছেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় পদত্যাগের ফলে এই নতুন সিদ্ধান্ত।

পিক-থুতু বন্ধে অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি-পিক-থুতু বন্ধে ব্যাপক অভিযানে নামল পুলিশ। এখনই ধড়পাকড় নয়। সকলকে সচেতন করার কাজটা করছে পুলিশ। এরপর পরিস্থিতি দেখে শুরু হবে ব্যবস্থা নেওয়া।

শবরের মৃত্যু

লালগড়-শারদীয়া উৎসবের শেষে লালগড়ে ১৫ দিনে সবর সম্প্রদায়ের ৭ জনের মৃত্যু হল। এদের মধ্যে একজন মহিলা। এই মৃত্যু সংবাদ জানার পরে প্রসাসনের তরফে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে।

১১ বছর পর

নিজস্ব প্রতিনিধি-এগারো বছর পর রাজ্যের লোকায়ুক্ত পদে এলেন হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম কুমার রায়। তিনি ডিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ার-ম্যান ছিলেন।

প্রবেশ নিষেধ

নিজস্ব প্রতিনিধি- চন্দ্রবাবু নাইডুর মতোই এই রাজ্যেও 'বিনা অনুমতিতে' সিবিআই-এর প্রবেশ বন্ধ করা হল। এবার রাজ্যে ঢুকে তদন্ত করতে হলে সিবিআইকে রাজ্যের সম্মতি নিতে লাগবে।

১১৭-তে ভোট

নিজস্ব প্রতিনিধি-কলকাতা পুরসভার ১১৭ নম্বর ওয়ার্ডের উপ-নির্বাচন হবে ১৬ ডিসেম্বর। ২০১৬-র ডিসেম্বর ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শৈলেন শাশগুপ্ত মারা যাওয়ার পর থেকে ওয়ার্ডটি শূন্য রয়েছে।

বিদ্যুৎচালিত বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি-দূষণ রুখতে চলতি বছরে বড়দিন থেকে কলকাতায় চালু হতে চলেছে ইলেকট্রিক বাস। ইতিমধ্যেই কয়েকটি নতুন ইলেকট্রিক বাস শহরে এসেছে।

এখানে – ওখানে

শিশুদের স্কুলে সচেতনতা শিবির

কিডস্ জোন স্কুলে থ্যালাসেমিয়া শিবিরে বক্তব্য রাখছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। পাশে রয়েছেন প্রধান শিক্ষিকা এবং অন্যান্যরা। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-শিশু দিবসের দিন কীডস্ জোন স্কুলের আমন্ত্রণে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। এই শিবিরে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা জয়া ঘোষ সহ সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপস্থিত থেকে শিবিরকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সামনে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে তথ্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। থ্যালাসেমিয়া সংক্রান্ত কুইজও পরিচালনা করেন তিনি। কুইজ শেষে সফল উত্তর দাতাদের সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে সম্পাদক বলেন, থ্যালাসেমিয়া একটি জিনঘটিত রোগ। প্রত্যেক মানুষেরই উচিত জন্মের এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে অন্তত একবার থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া।

বাহকের সঙ্গে বাহকের বিবাহ না দেওয়া। যদিও বাহক পুরোপুরি সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করার ক্ষেত্রে তার কোন বাধা নেই। কিন্তু বাহকের সঙ্গে বাহকের বিবাহ হলে পরবর্তী প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ফলে অভিভাবক থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকাদের দায়িত্ব থ্যালাসেমিয়া বাহক চিহ্নিত করার কাজকে আরও ত্বরান্বিত করা।

সেবা প্রতিষ্ঠানে বাহক রক্ত পরীক্ষা শিবির

শ্রীশ্রী দয়াময়ী কালীমাতা সেবা প্রতিষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা চলছে, সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-শ্রী শ্রী দয়াময়ী কালীমাতা সেবা প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ১১ নভেম্বর রবিবার একটি থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল। এই বাহক রক্ত পরীক্ষা শিবিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, পথশিশুদের এই শিবিরে নিয়ে আসা হয়েছিল বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য। পথশিশুরা এমনিতেই অবহেলিত। তাদের এই শিবিরে সামিল করে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার প্রদীপ চ্যাটার্জি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। পথশিশুদের বাহক রক্তপরীক্ষা করার মধ্য দিয়ে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে জন সচেতনতা তৈরি করাই এই শিবিরের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই শিবিরে প্রায় ১০০ জন ছেলে মেয়ে তাদের থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করান। এই শিবিরকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পুরপিতা মোহন গুপ্ত। তিনি এই থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা শিবিরে সকলকে উৎসাহ প্রদান করেন। শিবিরে কালীমাতা সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার প্রদীপ চ্যাটার্জির সক্রিয় উদ্যোগ নজর কেড়েছে।

রামধনুতে শিবির

রামধনু ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষার কাজে ব্যস্ত সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যরা। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-রামধনু ওয়েল ফেয়ার অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন আমন্ত্রণে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ২৮ অক্টোবর একটি থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল। শিবিরে ৩৮ জন রক্তদাতা তাদের বাহক রক্ত পরীক্ষা করান। থ্যালাসেমিয়া নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা যে বাড়ছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই ধরনের বাহক রক্ত পরীক্ষা।

শিবিরের দিকে চোখ রাখলেই তা পরিষ্কার হয়ে যায়। শিবিরের কথা জানা মাত্রই এলাকার শিশুদের মা এবং বাবারা তাদের সন্তানদের নিয়ে সোজা চলে আসেন বাহক রক্তপরীক্ষা করবার জন্য। তারাও জেনে নিতে চান, তাদের সন্তানরা থ্যালাসেমিয়া বাহক কি না। তাহলে সন্তানের বিবাহের সময় যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে পাত্রী নির্বাচন করবেন। যাতে সংসারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিয়ে তাদেরই সন্তানরা বিপদে না পড়ে।

থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা কর্মসূচীর পরিধি ক্রমশই বাড়ছে। বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এখন অনেক বেশি সংখ্যায় থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এছাড়া ক্লাব প্রতিষ্ঠান এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠানও এই বাহক রক্তপরীক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করছে। অর্থাৎ মানুষের সচেতনতা বাড়ছে। এই শিবিরকে সামনে রেখে এলাকার স্থানীয় মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত।

জরুরি পরিষেবা

হাসপাতাল

এসএসকেএম (পিজি)-২২০৪১১১০
২২২৩১৫৮৯
কলকাতা মেডিকেল কলেজ
২২৪১৪৯০১
ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ
২২৮৯৭১২২-২৩
এনআরএস-২২৬৫৩২১৪-১৭
আরজিকর-২৫৫৫-৮৮৩৮,
২৫৫৫৭৬৭৫-৭৬
আইডি (বেলেঘাটা)২৩৭০১২৫১

ব্লাডব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক-২৩৫১০৬১৯
হেমাটোলজি-২২৮৪৯৬৯৪০৫২২২৯৮
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-
২২৪১-৪৯০১

এয়ারলাইন্স

দমদম বিমানবন্দর-২৫১১৮৭৮৭

রেল অনুসন্ধান

শিয়ালদা-২৩৫০৩৫৩৫, ২৩৫০১৮৩৩
হাওড়া-২৬৩৮৭৪১২,২৬৩৮৩৫৪২,
২৬৩৮২৫৮১
হাওড়া নিউ কমপ্লেক্স-২৬৩৮২২১৭
মেট্রো রেলওয়ে কন্ট্রোল-২২২৬৮৮১৭

রাতের ওষুধ, অক্সিজেন

[illegible]-২৪৭৫৪৪৬৮
লন্ডন মেডিকেল-২৩৫৪১৭২৩
জীবনদীপ-২৪৫৫৩৯২৬
সাউথ ক্যাল ফুডো-২৪[illegible]৩২ ২

নার্স / সেবিকা

সাউথ ক্যালকাটা ব্যুরো-২৪৮৪৪০২২
সিটি ব্যুরো-২২৬৪১১৩
জনকল্যাণ-২৩৭৭৫০১২
হেলথ কেয়ার-২৪১৬৬৯৭৫
আস্থা-২৪৭২১০৩৯
সিস্টার-২৪৪২৬৮৩৪
সেবাসদন-২৩৭২৭৬০
লাইফ কেয়ার-২৪৭৬৮৭০২
নিবেদিতা-২২৮৪৭৯১০
অন্নপূর্ণা-২৪৬৪১২১৪
প্রিন্স-২২৮৯৭৩৮২
সেবিকা-৯৪৩২৭৯৫২৫
সঞ্জীবনী-২৩৬০৭৯৮১
ট্রেন্ড নার্সেস-২৫৫৫২৭৭৫
নার্সেস অ্যাসো.-২২৪১৬৮২৪

কলকাতা পুলিশ

লালবাজার কন্ট্রোল-২২১৪৩০২৪,
২২১৪৫২৫০
রাজ্য পুলিশ-২২১৪৫৪৮৬
দঃ ২৪ পরগণা পুলিশ-২৪৭৯১৮৭০
দমদম-২২৫২৬৬৬৬/৬১৬৪/৩১৭০
ভবানী ভবন-২৪৭৯১৭৩১
নিখোঁজ-২৪৩৩৬১০০/৬১৭৪
ট্রাফিক কন্ট্রোল-২২১৪৩০৪৪,
২২১৪১৮৭৫,২২১৪১৪৭৬
ডিডি ক্রাইম কন্ট্রোল-২২১৪১৪০১,
২২৫০৫১৬৬
ট্যাক্সি অটো রিফিউজাল-১০৭৩ (টোলফ্রি)
ভোডাফোন গ্রাহকদের জন্য
২০০০/২০০১
সিনিয়র সিটিজেন হেল্প
লাইন-১৮০০৩৪৫৫৫৪৪
মেডিকেল হেল্প লাইন-১৮০০৩৭৯৯৯৯
কমিশনার অফ পুলিশ-২২১৪৫০৬০

শববাহী গাড়ি

মেডিকেল ব্যাঙ্ক-২৫৫৪০০৬৪
পিস হ্যাভেন-২২৮২৭২৬৭
শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব-২৫৩৪০০০২
উত্তর কলকাতা উদ্যোগ
পথে-৩২৫০১০৮৯/৯৮৩০১৭৫৮৩৪
হিন্দু সৎকার সমিতি-২২৪

অ্যাম্বুলেন্স

সেরাম সৃষ্টি নার্সিংহোম ৯৮৩০৭০৩৬৪০
সাউথ এন্ড পলিক্লিনিক-২৪৬৬২৪৩৩
লাইফ কেয়ার-২৪৭৪৪৬২৮
গুরুদ্বার-২৪৭৫৪৫২০
মিলন-২৪৭৪৫৫৫৫
শিশির কুমার ইন্স-২৩৩৩৩০৮২
রানি রাসমণি মিশন-২৫৩১৯৮৮৫
জনকল্যাণ-২৪৬৬২৮৭৯
মেডিকেল ব্যাঙ্ক-২৫৫৪০০৬৪
আলিপুর তেলেনা বস্তি
উন্নয়ন-২৪৪৯০২৮৬
মৈত্রী সেবা-২৪১১৮৩১৬
মাতৃসদনে জন কল্যাণ আশ্রম-২৪৭৫৪৫২৭
ড. বিধান রায় মেমো-২৪৭৪৯৭৩৮
কুমারটুলি ইনস-২৩৩৩৫৫৮১
তারতলা মিলন-২২৬৫৫২৫৯
রাজীব গান্ধী-২৪৫৫৭০৭০
শিবমন্দির-২৪৬৫৫৭৪৯
এমার কেয়ার-২৩২৩৩১৮১

AN ISO CERTIFIED LAB.
SERUM™
ANALYSIS CENTRE (P) LTD. KOLKATA
ভারতের অন্যতম বৃহৎ থাইরয়েড এবং অন্যান্য রক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র
98302 74990, 98302 74988
আপনার নিকটবর্তী রক্ত পরীক্ষা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।
SERUM™ ANALYSIS CENTRE (P) LTD.
13/1, Bhupen Bose Avenue (opp. Manindra College), Kol-700004,
Ph.: 2530 0696 / 6572, 98302 74990
Fax 2530 0696
Email: serum.kol@gmail.com
web: www.serumanalysiscentre.com

জাগ্রত সংঘের প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি-বেলতলা মাঠ জাগ্রত সংঘের আমন্ত্রণে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ১৮ নভেম্বরে সাড়ম্বরে পালিত হল স্বাস্থ্য শিবির। বেলতলা মাঠ জাগ্রত সংঘের রক্তদান শিবির অনুষ্ঠানের সঙ্গে সুগার টেস্ট এবং প্রেসার টেস্ট করা হয় শিবিরে আগত মানুষদের। এই দুরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজটি করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। অনুষ্ঠান আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। বক্তব্যে তিনি মারণরোগ থ্যালাসেমিয়া বিপদ নিয়ে সকলকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, এই থ্যালাসেমিয়া রোধে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন লাগাতার কাজ করে চলেছে। এই কাজে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

ভুতুড়ে বিমানবন্দর

বার্লিন-সাত বছর আগে আঙ্গেলা মার্কেলের উদ্বোধন করার কথা ছিল বার্লিনের ব্রান্ডেনবার্গ উইলি ব্রান্ডেট এয়ারপোর্ট। সেই উদ্বোধন আর হয় নি। এই এয়ারপোর্টটি তৈরি করতে কয়েক কোটি টাকা খরচ করেছে সরকার। কিন্তু শুরুতেই গলদ ছিল। এই এয়ারপোর্টের প্রাথমিক নকশা চূড়ান্তভাবে পরীক্ষা না করেই টেন্ডার ডাকা হয়েছিল। এয়ারপোর্ট তৈরি শেষ হওয়ার পরে ত্রুটি ধরা পড়ে। ফায়ার সেফটির ত্রুটি, চলন্ত সিঁড়ির খারাপ অবস্থা, ৪০০০ সাইডিং ডোরের বিদ্যুৎ সংযোগে 'গণ্ডগোল' রয়েছে। সাত বছর একজন মন্ত্রীরও পা পড়েনি এই বিমানবন্দরে। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ চলছে। দেশের লোক একে ভূতুড়ে বিমানবন্দর বলে।

সেনেট দখলে, নিষ্কণ্টক হাতছাড়া

ওয়াশিংটন-সেনেট দখলে রাখতে পারলেও নিষ্কণ্টক অর্থাৎ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে ক্ষমতা ধরে রাখল ডেমোক্র্যাট অর্থাৎ বারাক ওবামা এবং হিলারি ক্লিন্টনের দল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ১০৫ বছরে মাত্র ৫ বার সেনেট নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছে কোনও ক্ষমতাসীন দল। ট্রাম্পের চাপে ইস্তফা দিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল জেফ সেলনস। আমেরিকার এই মধ্যবর্তী নির্বাচনে জিতে এসেছেন ৯৬ জন মহিলা প্রার্থী। এদের মধ্যে ৩১ জন নতুন মুখ।

সঙ্কটে টেরেসা

লন্ডন-ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার দুই প্রধান সদস্য ইস্তফা দিয়ে সঙ্কট বাড়ালেন প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে-র। ইউ রোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-এর সঙ্গে ব্রেক্সিট নিয়ে খসড়া প্রস্তাব তৈরির ক্ষেত্রে জটিলতা বাড়ছে। ব্রেক্সিট সচিবের দায়িত্বে থাকা ডমিনিক রাব বলেছেন, "ওই খসড়া স্বচ্ছ মনে মেনে নিতে পারছি না।" এই গণ্ডগোলের মধ্যে হাউস অব কমন্সে মে বিবৃতি দিয়েছেন, "ইইউ-এর সঙ্গে যে ব্রেক্সিট চুক্তি হচ্ছে, জাতীয় স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে সেটা সেরা। আমরা ঠিক পথেই এগোচ্ছি। যত দিন যাচ্ছে ব্রেক্সিট নিয়ে টেরেসা মে-র বিপদ তত বাড়ছে। ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষ শেষ পর্যন্ত ব্রেক্সিট নিয়ে কোথায় বসেছে।

দামী মুকতো

মারি আঁতোয়ানেতের এই পেনড্যান্টটি রেকর্ড দামে নিলাম হল। জেনিভাতে লকেটটি বিক্রি হয় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ ডলারে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, গিলোটিনে মাথা কাটা যাওয়ার আগে হিরে খচিত বিশাল মুক্তোর এই লকেটটি রানি প্রায় পড়তেন।

১০৬ বছরে

ওয়াশিংটন-মারিয়া বনিয়া ১০৬ বছর বয়সে আমেরিকার নাগরিকত্ব পেলেন ভোটের দিনে। ষোলো বছর আগে এল সালভাদর থেকে আমেরিকায় আসেন মারিয়া, তাঁর বয়স ছিল ৯০ বছর। সালভাদরে মহিলাদের ভোটাধিকার নেই। তাই আমেরিকার নাগরিক হয়ে ভোট দিতে চেয়েছিলেন তিনি। মারিয়া জানান, 'ঈশ্বর চাইলে ভোট দেওয়ার সুযোগও পাবেন।'

সাগরপারের টুকিটাকি

প্রয়াত স্ট্যানলি

লস অ্যাঞ্জেলস-স্পাইডারম্যান, আয়রণ ম্যান-এর মতো জনপ্রিয় ক্রমিক বুক চরিত্রের স্রষ্টা স্ট্যান লি মারা গেলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি মার্ভেল কমিক্স প্রকাশনা সংস্থার 'এডিটর এমেরিটাস' ছিলেন।

কিলোগ্রামের বিদায়

লু গ্রঁ কে

প্যারিস-প্যারিস থেকে খানিকটা দূরে সেভার। সেখানেই মাটির নীচে রাখা ভল্টে রয়েছে জিনিসটি। অনেকগুলো গোলক রয়েছে তার মধ্যে শেষের গোলকটিতে তিনি শুয়ে আছেন। একেকটা গোলকের চাবি একেক জনের কাছে। শুয়ে আছেন যিনি তার নাম লু গ্রঁ কে। আসতে সেটা প্লাটিনাম এবং ইরিডিয়াম দিয়ে তৈরি একটি সিলিন্ডার। তিনি বিদায় নিলেন ১৬ নভেম্বর ২০১৮। এই সময়ের আগে পর্যন্ত তিনিই এক কিলোগ্রাম বাটখারা। এরই ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের নিয়েই এখন ব্যবসায়ীদের কারবার।

ফ্রান্সের ভার্সেই নগরীতে ১৩ নভেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত হয়ে গেল পরিমাপ বিজ্ঞানীদের ২৬তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এই সম্মেলনের পর থেকেই বিদায় নিয়েছে ওই কিলোগ্রাম বাটখারা। বলে আসবে নতুন এক কিলোগ্রাম। সভ্যতার শুরু থেকে মাপজোক চলে আসছে। সমস্ত বেচাকেনাই মাপজোককে কেন্দ্র করে। পৃথিবীর সব জায়গাতেই মাপজোকের এই সমস্যাটা হচ্ছে ফরাসী বিপ্লবের দান। লু গ্রঁদের ওজন কমছে। শুধু কিলোগ্রাম নয়, অ্যাম্পায়ার, কেলভিন, মোল—এই তিন এককেরও বদল আসন্ন।

দাবানলে মৃত্যু বাড়ছে

লস অ্যাঞ্জেলস-দিন যত এগোচ্ছে, দাবানলে ক্যালিফোর্নিয়ার অবস্থা তত খারাপ হচ্ছে। প্রায় ৮০০০ দমকলকর্মী এক নাগাড়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দাবানলে মৃত্যুর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। মৃত্যু হয়েছে ২৯ জনের। প্রচুর ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ৭০০০ ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়েছে। নিখোঁজের সংখ্যা ২৩০। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে সাহায্যের জন্য বার্তা পাঠিয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর জেরি ব্রাউন। গোটা বিপর্যয়ের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের দিকেই ইঙ্গিত গিয়েছেন আবহবিদেরা।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড
১৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫০০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ১৮৩০০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

প্রঃ পালমোনারী এমবোলিজম্ সম্বন্ধে জানতে চাই। পার্থ দাশগুপ্ত, বারাসত।

উঃ পালমোনারী এমবোলিজম্ (Pulmonary Embolism) খুব একটা পরিচিত অসুখ নয়, কিন্তু এটি নিয়ে সাংঘাতিক অবস্থা, এবং অনেকসময়ই দেখা দেয়, বিশেষতঃ হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের মধ্যে। এর আক্রমণ হয় আকস্মিকভাবে।

এই অসুখে ফুসফুসের রক্ত নালীতে রক্ত জমাট বেঁধে গিয়ে রক্তপ্রবাহে বাঁধার সৃষ্টি করে। ফলে নানা উপসর্গের সৃষ্টি হয়। রক্তে অক্সিজেন ক্ষমতা বেড়ে যায় (Hypercoagulabilory) এবং অনুচক্রিকাগুলি (Platelets) জমাট বেঁধে রক্তনালী ব্লক করে দেয়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই অসুখ বা অবস্থা ঘটার সম্ভাবনা বেশী থাকে, যেমন—

(১) কিছু অস্থিসংক্রান্ত অপারেশন (High Risk Orthopedic Surgery);

(২) ক্যান্সার সার্জারী;

(৩) দীর্ঘদিন অসুস্থ রোগীর ক্ষেত্রে বিশেষত যদি শয্যাশায়ী হয়;

(৪) যদি আগে Venous Thromboembolism হয়ে থাকে, অথবা যদি ক্যান্সার থাকে;

(৫) Genetic Meditation Gene Mutations প্রভৃতি।

(৬) Antiphospholipid Syndrome।

(৭) স্থূলত্ব (Obesity), ধূমপান, উচ্চ রক্তচাপ, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Choronic Kidney Disease, গর্ভাবস্থা (Pregnancy), গর্ভনিরোধক ওষুধ (Oral Contraceptives), দীর্ঘ বিমানযাত্রা, রক্ত সঞ্চালন প্রভৃতি। পায়ের শিরা থেকে জমাট বাঁধা রক্ত (Embolus) চলে যায় হার্টে আর সেখান থেকে পালমোনারী আর্টারীতে এবং রক্ত সরবরাহ ব্যাহত করে। ফলে ফুসফুসের কাজে অসুবিধা হয় এবং নানারকম উপসর্গের সৃষ্টি হয়।

উপসর্গ (Symptoms) ঃ সবচেয়ে বেশী যা দেখা যায়, তা হল শ্বাসকষ্ট। এছাড়াও বুকে ব্যথাও হতে পারে। Deep Vein Thrombosis এর জন্য পায়ে Cramp হতে পারে। রক্তচাপ কমে যেতে পারে।

রোগনির্ণয় (Diagnosis) ঃ অনেকসময় রোগনির্ণয় মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য কিছু অসুখ যেমন, নিউকোনিয়া, COPD, হাঁপানি (Asthma), হার্ট ফেলিওর, পেরিকার্ডাইটিস, নিউমোথোরাক্স, প্লুরিসি, Acute Coronary Syndrome, Anxiety, প্রভৃতির থেকে আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার দরকার হয়। যেমন—

(১) রক্তপরীক্ষা—যেমন, D-Dimer খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা যদিও অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রেও এর মাত্রা বাড়তে পারে। যেমন, হার্ট অটাক, নিউমোনিয়া, ক্যান্সার, গর্ভাবস্থার শেষের দিক প্রভৃতি।

(২) ই সি জি-S.Q.T. SIGN দেখা যায়। তবে তাও গুরুত্বপূর্ণ নয়।

(৩) বুকের এক্সরে সেরকম কিছু পাওয়া যায় না, তবে WESTER MARK'S SIGN, HAMPTON'S HUMP, PALLA'S SIGN প্রভৃতি দেখা দেতে পারে।

(৪) ভেনাস আলট্রাসোনোগ্রাফি (Venous USG)—Venous Doppler Study থেকে VENOUS THROMBOSIS-এর অস্তিত্ব বোঝা যায়।

(৫) সি টি অ্যান-এই অসুখে বুকের সি টি অ্যান (contrast সহ) একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। Spiral-এ এক্ষেত্রে খুব কাজের।

Deep Vein Thrombosis-এর নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও সি টি সাহায্য করতে পারে।

(৬) Ventilation Perfusion Scan—এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা।

(৭) ইকোকার্ডিওগ্রাফি-এর সাহায্যে দক্ষিণ নিলয়ের (Right Ventricle) অসুবিধা

(৮) Pulmonary Angiography-অল্প কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়।

(৯) এম আর আই (MRI)—কিছু ক্ষেত্রে দরকার হয়। MR. Angiography ও দরকার হতে পারে।

চিকিৎসা ঃ প্রথমেই জমাট বাঁধা রক্তকে গলিয়ে দিতে হবে (Clot Dissolution)।

Anticoagulation—যেমন Unfractionated Heparin (UFH), Low Molecular Weight Heparin (LMWH), Fondaparnux, Warfarin, Rivaroxabbw প্রভৃতি।

এইসব ওষুধ থেকে অসুবিধাও দেখা দিতে পারে, যেমন রক্তক্ষরণ, Thrombocytopenia প্রভৃতি। কাজেই সঠিক মাত্রায় এইসব ওষুধ যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় এবং নজর রাখতে হয় (Monitoring)।

Fibriwolysis—এক্ষেত্রে জমাট বাঁধা রক্তকে তরল করে দেওয়া হয় কিছু পদার্থ ইঞ্জেকশন দিয়ে, যেমন Tissue Plasminogen Activator (CPB)। সাধারণতঃ এই চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় খুব বেশী পরিমাণে রক্তজমাট বাঁধলে।

এছাড়াও IVC Filters, Pulmonary Embolectomy, Pulmonary Thrombokwdar terectomy প্রভৃতি হল অন্যান্য পদ্ধতি।

রোগের প্রকোপ বেশী হলে এবং রক্তচাপ কমে গেলে IV Fluid, Dopamine, Dobutamine প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়।

পালমোনারী এমবোলিজমকে তীব্রতা অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) Massive Pulmonary Embolism (৫-১০ শতাংশে)-এর প্রকোপ সবচেয়ে বেশী হয়। প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট, রক্তচাপ কমে যাওয়া, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া প্রভৃতি হতে পারে। মৃত্যুও ঘটতে পারে।

(d) Submassive Pulmonary Embolism (২০-২৫ শতাংশে ক্ষেত্রে)—উপসর্গ অত বেশী হয় পারে, কিন্তু Right Heart Failure হয়।

(৩) Low Risk Pulmonary Embolism (৭০-৭৫ শতাংশে)—এইসব রোগীর রোগের তীব্রতা অনেক কম হয় এবং তাড়াতাড়ি সারার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

প্রতিরোধ (Prevention)—এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেসব ক্ষেত্রে Thrmobosis হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। সেইসব ক্ষেত্রে Heparin ব্যবহার করে এই অবস্থার সম্ভাবনা দূর করা হয়, যেমন, High Risk Othopedic Surgery, Cancer Surgery, Mazor Orthopedic Surgery দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী রোগী, Centra Venous Catheter থাকলে।

যে ক্ষেত্রে Anticoagulation দেওয়া যাবে না, সেক্ষেত্রে Intermittent Rweumatic Compression Devices ব্যবহার করা যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই রোগ অন্যান্য পরিচিত রোগের থেকে কম জটিল বা কম সাংঘাতিক নয়, এবং এই রোগ সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবহিত থাকা দরকার। কিছু রোগের সঙ্গে এর উপসর্গগুলি গুলিয়ে যেতে পারে।

সম্পাদকীয়

ভূতের নেত্য

কথায় আছে 'যত গর্জে তত বর্ষে না।' কালীপুজো ও দেওয়ালির সময় এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। শব্দদূষণ রুখতে ফি বছর একই চিত্রনাট্য নিয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হয় পুলিশ প্রশাসন, আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যেসব এলাকায় ব্যাপক বাজি ফাটাবার দৃষ্টান্ত রয়েছে, তার একটি নকশা প্রস্তুত করা। ঘন ঘন উচ্চমানের বৈঠক করে ইতিকর্তব্য নির্ণয় করা। কয়েকটি এলাকায় শব্দবাজির বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করা, বিশেষ অভিযান করা, বহুতল বাড়ি গুলিতে সতর্কীকরণ। শহরের আইনি বাজি বাজার থেকে বাজি কেনার আবেদন এবং কয়েকটি দোকান থেকে নিষিদ্ধ বাজি তুলে নিয়ে দোকানদারকে সাবধান করে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। তীব্র আওয়াজে চটুল গান বাজানোর যন্ত্রকে নিষিদ্ধ করার বিষয়টি অতি সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আদেশে শব্দবাজি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে তৎপরতা কিছুটা হলেও বেড়েছে। এতেও কি স্বস্তি ফিরবে? নাগরিকদের অভিজ্ঞতা, কালীপুজো ও দীপাবলীর রাত শেষ হয় আইনরক্ষার নামে আইনভঙ্গের তাণ্ডবে। বৃদ্ধ, শিশু, রোগী, পাখী ও প্রাণীর আতঙ্কে। শব্দবাজি নিয়ন্ত্রণে এখন ব্যর্থতাই নিয়ম। রূঢ় সত্য কথা হল, শব্দবাজি উৎপন্ন হওয়ার পর থেকে বিস্ফোরণ পর্যন্ত তার গতি অবাধ। বিষয়টিকে সমূলে উৎপাটিত করতে হলে উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। এ কাজটি কী করা সম্ভব?

আইনের রক্ষকরা সব জানেন। তবুও এই পন্থাটিকে উপেক্ষা করে, অপরাধকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে না কি? এটা ঠিক 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো'র মতো। কালীপুজো এবং দেওয়ালিতে শব্দদূষণ বন্ধ করতে বা কমাতে একটা ছিটেফোঁটা খুব প্রকট হয়ে ওঠে। কখনও দেখা যায় পুলিশ শব্দবাজি ফাটানো বন্ধ করবার জন্য নির্বিবেক ছোটাছুটি করছে। আবার দিশাহীন ব্যস্ততায় বাজির দোকান তুলে হিসেবের খাতায় সক্রিয়তার একটা ভালো রেকর্ড তৈরির প্রচেষ্টা চলছে। এসব ঘটনাগুলোকে আমজনতারা ঠাট্টার ছলে বলেন, 'গোয়িং বিজি, ডুইং নাথিং।' চলতি দৃশ্যের এই ঐতিহ্যবাহী প্রহসন চলেই আসছে। ফলতঃ এই নিষিদ্ধ বাজি বানাবার জেরে বহু মানুষের মৃত্যুও ঘটেছে। আসলে এই ব্যবসার লাভের গুড়ের ভাগ অনেকেই পান। সেকারণেই চক্ষুষ্মান হয়েও চোখে ঠুলি পরে থাকতে হয় অনেককেই। বেআইনি ব্যবসা বন্ধ করতে অনাগ্রহটা তাদের মজ্জাগত। প্লাস্টিক, তামাক, চোলাই মদ, শব্দবাজি অবাধে চলছে। বিষয়টিকে চলতে দিয়ে, তা বর্জন করার জন্য দেশ জুড়ে কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপন দেয় সরকার। 'সত্য সেলুকাস'....। আসলে 'সর্ষের মধ্যেই ভূত।' এই ভূতের নৃত্যই কালীপুজোয় ও দেওয়ালিতে নাগরিকেরা দেখে থাকেন। মাঝে মধ্যে দু'একটি ঘটনা বড় আকারে দেখা দেয় মাত্র। শব্দবাজির তাণ্ডবে উৎপীড়নের প্রতি এমন প্রশ্রয় কি শিষ্টাচার বিরোধী নয়।

কার্য

স্বামী বিবেকানন্দ

নিবৃত্তিমার্গ অতি কঠিন। উহা কেবল উন্নতমনা প্রবল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষদের সাধ্য। তাঁহারা কেবল বলেন, আমি ইহা চাই না, বলিবামাত্র তাঁহাদের শরীর, মন তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্তী হয়, আর তাঁহারা সংসারের বাহিরে চলিয়া যান। কিন্তু এরূপ লোক অতি দুর্লভ। অধিকাংশ লোকে তাই প্রবৃত্তিমার্গ গ্রহণ করেন। তাহাতে এই জগতের ভিতর দিয়াই যাইতে হয়, এই বন্ধনগুলিকেই বন্ধন ভঙ্গ করিবার সহায়তারূপে গ্রহণ করা হয়। উহাও ত্যাগ, তবে ধীরে ধীরে। উহাতে সমস্ত পদার্থকে জানিতে হয়, ভোগ করিতে হয়, এইরূপে উহাদের সম্বন্ধ অভিজ্ঞতা লাভ হইলে, উহাদের স্বরূপ বেশ করিয়া জানিতে পারিলে মন তবে উহাদিগকে ছাড়িতে পারিবে এবং অনাসক্ত হইয়া যাইবে। প্রথমোক্ত মার্গের সাধন বিচার আর শেষোক্তের কার্য্য। প্রথমটি জ্ঞানীর জন্য, তিনি কর্ম ত্যাগ করেন, এবং দ্বিতীয়টা কর্মযোগ—ইহাতে কর্ম করিতে হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এই জগতে কার্য্য করিতে হইবে। কেবল যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত, আত্মাব্যতীত আর কিছু কামনা করেন না, যাঁহাদের মন আত্মা হইতে অন্যত্র কুত্রাপি গমন করে না, আত্মাই যাহাদের সর্বস্ব, তাঁহাদের কর্ম না করিলে চলে। একটী জলস্রোত নদীর মুখাভিমুখে স্বাধীনভাবে গমন করিতে করিতে একটী গর্ত্তের ভিতরে পড়িয়া ঘূর্ণিরূপে পরিণত হইল, সেই ঘূর্ণিরূপে কিছুকাল ঘুরিবার পর উহা আবার সেই উন্মুক্ত স্রোতের আকারে বহির্গত হয়। প্রত্যেক মনুষ্যজীবনও এই স্রোততুল্য।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়—ভাত নেই, জাত নেই,—কোন কাম পাথরে, মজবে তোমাদের?

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—প্রতিমা দিয়ে কি পুজিব তোমারে এ নিখিল বিশ্ব তোমারই প্রতিমা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গলাবাজিতে সংসার শাসিত হয় বটে, কিন্তু কেবল চেঁচাইলে হয় না, যদি শব্দ মন্ত্রে সংসার জয় করিবে, তবে যেন তোমার স্বরে পঞ্চম লাগে।

মাসতামামি

১ ডিসেম্বর — পাকিস্তানে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হলেন বেনজির ভুট্টো ১৯৮৮।
নিউইয়র্কে শ্রমিকদের পার্টি গঠন ১৮২৮।
২ ডিসেম্বর — ইন্দো-সোভিয়েত বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষর ১৯৫৩।
ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় ২৫০০ মানুষের ১৯৮৪।
৩ ডিসেম্বর — ইন্দো-পাক যুদ্ধ শুরু হয় ১৯৭১।
পার্লহার্বার আক্রমণ করল জাপান ১৯৪১।
স্বাধীনতা সংগ্রামী ক্ষুদিরাম বোসের জন্ম ১৮৮৯।
৪ ডিসেম্বর — সতীদাহ প্রথা রদ করলেন লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯।
ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের জন্ম ১৮৮৮।
৫ ডিসেম্বর — কার্টুন ফিল্ম নির্মাতা ওয়াল্ট ডিজনির জন্ম ১৯০১।
স্তালিনের সংবিধান গৃহীত হল ১৯৩৬।
৬ ডিসেম্বর — বাবরি মসজিদ ভাঙা হল ১৯৯২।
বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল ভারত ১৯৭১।
৭ ডিসেম্বর — প্রথম বাষ্পচালিত জাহাজ এল কলকাতায় ১৮২৫।
সরকারি স্তরে প্রথম বিধবা বিবাহকে স্বীকৃতি ১৮৫৬।
বাংলায় ন্যাশানাল থিয়েটারের উদ্বোধন ১৮৭২।
শিল্পী উদয় শংকরের জন্ম ১৯০০।
৮ ডিসেম্বর — রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করলেন বিনয়, বাদল ১৯৩০।
আমেরিকা এবং ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল জাপান ১৯৪১।
৯ ডিসেম্বর — আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস।
রামকৃষ্ণ বেলুড় মঠ স্থাপন ১৮৯৮।
১০ ডিসেম্বর — বিশ্ব মানবাধিকার দিবস, নোবেল পুরস্কার চালু হল ১৯০১।
শহীদ হলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রফুল্ল চাকী ১৮৮৮।
১১ ডিসেম্বর — আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল জার্মানী ও ইতালী ১৯৪১।
গণপরিষদে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ ১৯৪৬।
১২ ডিসেম্বর — ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ-এর শেষ সূচনা ১৯১১।
কবি বিমল ঘোষ (মৌমাছি)-এর জন্ম ১৯১০।
১৩ ডিসেম্বর — মহাকাশ নিয়ে নীতি ঘোষণা করল ইউনাইটেড ন্যাশানস ১৯৬৩।
সন্ত্রাসবাদীরা লোকসভা আক্রমণ করল ২০০১।
১৪ ডিসেম্বর — হাওড়া ও ব্যান্ডেলের মধ্যে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু হল ১৯৫৭।
চিলিতে মিলিটারি শাসন শেষ হল ১৯৮৯।
১৫ ডিসেম্বর — ভেনাস-এর কক্ষপথে প্রবেশ করল সোভিয়েতে মহাকাশযান ১৯৭১।
নাৎসিবাদের আক্রমণে নিহত হলেন ফরাসি কবি গ্যাব্রিয়েল পেরি ১৯৪১।
১৬ ডিসেম্বর — ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করল পাক সেনারা ১৯৭১।
বীটোভেনের জন্ম ১৭৭০।
১৭ ডিসেম্বর — বিমান আবিষ্কার।
১৮ ডিসেম্বর — পর্তুগীজ শাসনমুক্ত হল গোয়া, দমন ও দিউ ১৯৬১।
১৯ ডিসেম্বর — কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কারক উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর জন্ম ১৮৭৩।
ইমপিচ করা হল মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনকে ১৯৯৮।
ইন্দো চায়না যুদ্ধ শুরু ১৯৪৬।
২০ ডিসেম্বর — প্রথম জাপানের বিমান এল কলকাতায় ১৯৪২।
দক্ষিণ ভিয়েতনামে গঠন করা হল ন্যাশানাল লিবারেশন ফ্রন্ট ১৯৬০।
ডাঃ রজনীপাম দত্তের মৃত্যু ১৯৭৪।
২১ ডিসেম্বর — জে. ভি. স্টালিনের জন্ম ১৮৭৯।
ভারত থেকে প্রথম লেনিন শান্তি পুরস্কার পেলেন সৈফুদ্দিন কিচলু ১৯৫০।
২২ ডিসেম্বর — গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজমের জন্ম ১৮৮৭।
ভিয়েতনাম পিপলস্ আর্মির প্রতিষ্ঠা ১৯৪৪।
২৩ ডিসেম্বর — রাইসস্ট্যাগ মামলায় ডিমিত্রভের মুক্তি ১৯৩৩।
সোভিয়েতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পদ থেকে গর্বাচভের পদত্যাগ ১৯৯১।
২৪ ডিসেম্বর — কলকাতায় প্রথম মেডিকেল অধিবেশন হল ১৮৯৪।
কোচিনে ভাস্কো-দা-গামার মৃত্যু ১৫২৪।
২৫ ডিসেম্বর — স্যার আইজাক নিউটনের জন্ম ১৬৪৩।
পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের জন্ম ১৮৬১।
মহম্মদ আলি জিন্নার জন্ম ১৮৭৬।
রোমানিয়ার চেসেস্কু ও তার স্ত্রীর দোষী সাব্যস্ত ১৯৮৯।
২৬ ডিসেম্বর — মাও সে তুঙ-এর জন্ম ১৮৯৩।
সুনামী ২০০৪।
বাংলা ও মাদ্রাজের জন্য পৃথক সুপ্রিম কোর্ট গঠন ১৮০১।
২৭ ডিসেম্বর — বেনজির ভুট্টোকে হত্যা ২০০৭।
উর্দু কবি মির্জা গালিবের জন্ম ১৭৯৭।
চাসনালা খনি দুর্ঘটনায় ৩৭২ শ্রমিকের মৃত্যু ১৯৭৫।
২৮ ডিসেম্বর — ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম ১৮৮৫।
২৯ ডিসেম্বর — দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা চালু ১৯৫৯।
কলকাতায় মেট্রো রেলের কাজ শুরু ১৯৭২।
বম্বেতে ওপেন এয়ার থিয়েটার চালু ১৯৭৭।
৩০ ডিসেম্বর — যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ গোপাল চন্দ্র সেনকে নৃশংসভাবে খুন ১৯৭০।
ঢাকায় মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা ১৯০৬।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে স্বীকৃতি দিলেন ব্রিটেনের রাণী ১৫৯৯।
৩১ ডিসেম্বর — পূর্ণিমা ও চন্দ্রগ্রহণ একসাথে ২০০৯।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখার কপি রাইট শেষ হল ২০০১।

সোজা কথা বলে ফাঁপরে মাকরঁ

পারিজাত বোস

সত্যি কথাটা সোজাভাবে বলতে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন আছে। এবং যারা সেটা বলতে পারেন, তাদের সংখ্যা খুবই কম। যারা সোজা-সাপটা বলে ফেলেন তারা বেশ গর্ববোধ করেন। এদের মধ্যে আবার সমস্যা এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতাটা রয়েছে। জনপ্রিয় রাজনীতির সঙ্গে বুদ্ধির রাজনীতির এখানেই একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে। ইদানিং দেখা যাচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টসহ বিশ্বের কিছু জনপ্রিয় রাজনীতিবিদদের কথার মধ্যে বুদ্ধি, বিবেচনা, সততা, চিন্তা ইত্যাদির যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। তাঁরাও ভাল করে জানেন, সোজা সোজা কথাগুলো জোর দিয়ে বললেই সেগুলো সত্যি হয়ে যায় না। এদের কথা যাইহোক না কেন, দেশপ্রেম আর জাতীয়তাবাদ যে এক নয়, সেটা এই বিশ্বের বহু বুদ্ধিবিবেচক মানুষদের মুখে অনেকবার শোনা গেছে। একজন ইতিহাসবিদ্ তথা মনস্তত্ত্ববিদের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। 'ন্যাশনালিজম ইজ নট প্যাট্রিয়টিজম' নামক একটি প্রবন্ধে তিনি বলে ছিলেন, 'নেশন' বলতে যে 'রাষ্ট্রিক' আবেগ বোঝায়, তার মধ্যে আত্মপরিচিতির উল্লেখ বেশি থাকে। এর ফলে এই পরিচিতির বাইরে 'অন্যদের' পৃথক করে দেখা হয়। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদের চৌহদ্দির বাইরের মানুষদের 'আউটসাইডার' তকমা লাগিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণত প্রেট্রিয়টিজমের মধ্যে আমরা-ওরা, এসব ঠুনকো বিষয়ের জায়গা নেই। আসলে নেশন হল একা আর দেশ হল বহুমাত্রিক। 'প্রেট্রিয়ট'-এর মধ্যে থাকে 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান'। একে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না।

এই তো কিছুদিন আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির শতবর্ষ উদ্‌যাপন হয়ে গেলে প্যারিসে। গোটা দুনিয়ার এক গুচ্ছ দেশ-নেতাদের সম্মেলন মঞ্চে বোমাটা ফাটালেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাকরঁ। বক্তৃতায় তিনি বললেন, ন্যাশনালিজম হল 'সেলফিশ'। অর্থাৎ 'আমাদেরটাই অগ্রগণ্য, অন্যের যা হয় হোক'। সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিকতাই তার চরিত্র। কি অপূর্ব মিল। আজ থেকে শতবর্ষ আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নিরীখে ব্রিটিশ রাজত্বের শাসনে চালিত একটি খণ্ডদেশের কবি একই ভাবাতে ন্যাশনালিজমকে সভ্যতার সর্বনাশ বলে তার লেখনীকে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথার সঙ্গে তার হুবহু মিল রয়েছে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাকরঁ কি রবীন্দ্র রচনা পড়েছেন? হয়তো পড়েছেন বা জেনেছেন! অন্তত গুলো রাষ্ট্রনায়কের উপস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট মাকরঁ দ্বিধাহীন চিত্তে হারিয়ে যাওয়া বিশ্বকল্যান নীতিটিকে ফের তুলে ধরবেন—এটা অনেক রাষ্ট্রনায়কই ভাবতে পারেন নি। কারণ বিশ্বকল্যাণনীতির জোয়ার এখন বিশ্বের কয়েকটা দেশে প্রবলভাবে বইছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষে সেসময় এই কাজটা যথেষ্ট কঠিন ছিল। জাপান তখন জাতীয় আবেগে ভরপুর। তারই মধ্যে জাতীয়তাবাবের সমালোচনা করা দুঃসাধ্য ছিল। জাপানে পৌঁছে বিশ্বকবি ব্যাপক সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন কিন্তু তারপর তাঁর বক্তৃতা শুনে জাপানীদের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছিল।

নিজের দেশের মাটিতে ভাষণ দিতে গিয়ে মাকরঁও সমালোচনার বানে বিদ্ধ হলেন। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে বয়ে গেল সমালোচনার ঝড়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ কিছু দেশের রাষ্ট্রনায়করা বললেন, মাকরঁ এসব বলে ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছেন। বিশ্বজুড়ে জাতীয়তাবাদীরা কাঁপিয়ে পড়লেন মাকরঁ-এর ওপর। মাকরঁ নাকি নিজের দেশের দেশপ্রেমিকদের অপমান করেছেন। এই ফাঁকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কিন্তু সকলকে জাতীয়তাবাদী করে তোলার কাজটা সুচারুরূপে করে ফেললেন। বিভিন্ন দেশের স্বচ্ছ সমস্যা থেকে নিস্তার পেতে এখন রাষ্ট্রনায়করা এই জাতীয়তাবাদকেই টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। আশ্চর্য হতে হয় কতদিন আগে রবীন্দ্রনাথ এই বিপদটি আঁচ করতে পেরেছিলেন। কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্বজুড়ে শুরু হয়ে গেল লণ্ডভণ্ড। রবীন্দ্রনাথের সেই কথাগুলো আজও যেন নতুন মনে হয়। মাকরঁও বুঝতে পেরেছেন বিপদটা। ধন্যবাদ প্রেসিডেন্ট মাকরঁ।

দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে একটি আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন অনুষ্ঠানে এইভাবে বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখার জন্য মাকরঁকে হয়ত অনেক ঝামেলা পোহাতে হতে পারে। পরতে হতে পারে রাজনৈতিক সংকটে। ফ্রান্সের জাতীয় উগ্রতাবাদের স্ট্যাম্প তার গায়ে গাঁটিয়ে দেওয়া হতে পারে। সোজা কথা সরাসরি বলার জন্য যা যা ঝামেলা আসে, একে একে সবগুলোই মাকরেঁর উদ্দেশ্যে আসতে শুরু করেছে। যদিও বিষয়টাতে খুব একটা পাত্তা দিচ্ছেন না ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট। দেশে যে কোনো ঢাঁচকা পরিবর্তন রুখে দেওয়ার শক্তি তাঁর আছে। মাকরঁকে শুরু থেকেই ট্রাপ্ক চেষ্টা করছিলেন কব্জা করতে। বিভিন্ন ভাবে চাপ সৃষ্টি চলছিল। কিন্তু মাকরঁ সহজে দমে যাওয়ার পাত্র নয়। একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চকে ব্যবহার করে তিনি মোক্ষম চালটি চাললেন।

আজকাল আবার কথা বিকৃত করার চলটা বেশ চলছে। যে কথা সকলে শুনেছে তার মধ্যে একটা প্যাঁচ দিয়ে এমনভাবে পরিবেশন করা হচ্ছে যাতে সাধারণ মানুষ দ্রুত চটে যায়। আসলে নিজের দেশটাকে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধটা থাকলে, সেটাই প্যাট্রিয়াজিম। মাকরঁও সেটাই বলেছেন। অথচ এখন প্রচার করা হচ্ছে মাকরঁ নাকি দেশপ্রেমটাকেই বিলয় দেওয়ার কথা বলেছেন। পাশাপাশি দিবারেল নীতি দাসত্ব করতে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। অন্যান্য রাষ্ট্রনায়করা এখন মাকরঁ-এর দেশের লোককে তাঁর বিরুদ্ধেই উসকে দিচ্ছেন। নেশন-'এর প্যাট্রিয়টিজম-এর দোহাই দিয়ে 'বহিরাগত' বানানোর বিপদটা ক্ষতিকারক। কিন্তু এসব শোনার লোক কোথায়? দেশের পর দেশ ভেসে চলেছে ভাবাবেগের চোরাস্রোতে।

বাণিজ্যযুদ্ধ ও ভারত

কিশোরকুমার বিশ্বাস

এখন একটা বিষয় জানা হয়েছে যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং চিনের মধ্যে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকারে আসার আগেই অবশ্য একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল এরকম কিছু একটা হতে চলেছে, বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হওয়ায়, অনেকের আশঙ্কা গোটা বিশ্বের আয় অর্থাৎ জি.ডি.পি কমতে পারে, বাড়তে পারে বেকারত্ব তাই এ বিষয়টিতে অনেকে নজর রাখছেন। এদিকে প্রায় ১০ বছরে বিশ্ব আর্থিক মন্দার পর আবার নতুন চাপ।

বানিজ্য যুদ্ধ কী এবং কেন?

মোটামুটি ২০০১ সাল থেকেই আমেরিকার বাণিজ্য ঘাটতি বেশ উর্ধ্বমুখী। আমেরিকা যা রপ্তানি করে তার চেয়ে অনেক বেশি আমদানী করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের থেকে। পরিষেবা রপ্তানিতে ভাল করলে শিল্পীয় দ্রব্যের রপ্তানি আমেরিকার এত বেশি নয়, গত ২০১৭ সালে আমেরিকার বাণিজ্য ঘাটতি দাড়ায় প্রায় ৮০০ বিলিয়ন ডলারে। ট্রাম্প সরকার মনে করে আমেরিকার কাজের সুযোগ কমে যাওয়ায় চিন-ই সবচেয়ে বেশি দায়ী। আবার চিন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হওয়ার পর আমেরিকার চিনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি বেশি করে বেড়েছে।

এই বিষয়ে চিন কেন দায়ী?

আমেরিকার যুক্তি হল চিন অনেক সময় নিয়ম না মেনে রপ্তানি

বাড়াচ্ছে। বহু আমেরিকার কোম্পানির কাছ থেকে জোর করে অনেক টেকনোলজি নিয়ে নিজেদের কাজে লাগায় এবং আমেরিকার বিভিন্ন উদ্ভাবন-এর ক্ষতি করছে। তাই চিনকে সাজা দেওয়া দরকার।

গত মার্চ মাসে আমেরিকা চিনের থেকে আমদানির ওপর কর আরোপ করেছে। এই কর আরোপিত হয়েছে চিন থেকে আসা প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার দ্রব্যের ওপর। প্রথমে শুরু হয়েছিল ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম নিয়ে, যেখানে মেক্সিকো এবং কানাডা ছাড়া অন্যান্য দেশের এবং আমেরিকার ঢুকতে গেলেই বেশি করে কর দিতে হবে। বেশি আমদানী কর আরোপ করলে আমদানীকৃত দ্রব্যের দাম বাড়ে ফলে আমদানি লাভবান হয় না। আমদানী কমার সম্ভাবনা থাকে।

চিন প্রত্যুত্তরে আমেরিকা থেকে আমদানিকৃত ৬টি বিলিয়ন ডলারের ওপর আমদানিশুল্ক বাড়িয়ে দেয়। এইভাবে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হল।

বাণিজ্যযুদ্ধে আমেরিকার লাভ হবে কি?

সম্ভবত হবে না। কারণ অর্থনীতির তত্ত্ব অনুযায়ী (আমেরিকা) যদি অন্য দেশের আমদানিকৃত (চিন) দ্রব্যের ওপর কর বসালে আমদানিকৃত দ্রব্যের দাম বাড়ে তবে যে দেশে আমদানি হচ্ছে, তার বিনিময়ে হার কমে যাবে। ফলে অন্যদেশের দ্রব্য তুলনা মূলকভাবে সস্তা হয়। ফলে মোট আমদানি কমবে না-উল্টে বাড়বে। তাই চিনকে 'শিক্ষা' দিতে গেলে আমেরিকার শেষ পর্যন্ত লাভ হবে না। সেখানে কাজের সুযোগ বাড়বে না। কারণ এই ক্ষেত্রে বিদেশী দ্রব্য তুলনামূলকভাবে সস্তা হয়।

এছাড়া বাণিজ্যযুদ্ধ বাড়িয়ে আমেরিকার লাভ হবে না কারণ আমেরিকার অর্থব্যবস্থা এর জন্য দায়ী। আমেরিকার জনগণ অনেকবেশি ভোগবাদী। তাদের সঞ্চয়ের প্রবণতা কম। কোন দেশের সঞ্চয় কমে যাওয়ার অর্থ হল বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ না পাওয়া। তাই ওই সঞ্চয় বিনিয়োগ ঘাটতি মেটাতে নির্ভর করতে হয় বিদেশি পুঁজির ওপর। তার অর্থ হল বাণিজ্য ঘাটতি। তাই নিজের চরিত্র না বদলালে কেবল আমদানি শুল্ক বসিয়ে এই সমাধান সম্ভব নয়। এই বাণিজ্যযুদ্ধ আমেরিকার কাছে আত্মপ্রবঞ্চনা বলেই মনে হয়।

ভারতের কি কোনো লাভ হবে?

ভারতের লাভ হবে না। কারণ চিনের দ্রব্যের ওপর শুল্ক বসালেও ভারত তার সুযোগ নিতে পারবে না। কারণ ভারতের শিল্পদ্রব্য উৎপাদন খরচে অন্যান্য বন্ধুদেশের তুলনায় কোন সুবিধা নেই। এই সুযোগ নিতে পারে মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম এমনকি বাংলাদেশ। ভারতের নীতিনির্ধারকরা এখনও বোধহয় বুঝতে চান না যে ভারতের জি. ডি. পি-বৃদ্ধির হার যত বেশিই হোক না কেন চিন অনেক ছোট দেশের তুলনায় উৎপাদন কৌশল ভারতে বেশ নিম্নমানের। কেবল সস্তা শ্রমিক এবং উদ্বৃত্ত যুবশক্তির অধিক্য কোনভাবেই কাজে লাগছে না।

রামতনু লাহিড়ির বাল্যাবস্থায় কৃষ্ণনগরের সামাজিক অবস্থা

কালিদাস চক্রবর্তী

অবিভক্ত বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাজগতে রামতনু লাহিড়ির নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। রামতনু বাল্যকালে কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় আসেন। ওঁদের আদিবাড়ি কৃষ্ণনগরে। ১২/১৩ বছর বয়সে ইংরেজি শিক্ষালাভের জন্য ওঁকে কলকাতায় আনা হয়। ওঁদের সাংসারিক অবস্থা ভালো ছিল না। ওঁর বাবা রামকৃষ্ণ লাহিড়ি ছিলেন অত্যন্ত সাধুপুরুষ, মা ছিলেন জগদ্ধাত্রী দেবী—কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্রের (চক্রবর্তী) কন্যা। কলকাতায় এসে অনেক কষ্টে ওঁকে মহামতি হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি হতে হয়। হীরের ঔজ্জ্বল্য যেমন লুকিয়ে রাখা যায় না, তেমনই অল্পদিনেই রামতনু স্বকীয় মেধার গুনে বিদ্যালয়ের বৃত্তিলাভ করেন। কৃতিত্বের সঙ্গে হেয়ার স্কুল থেকে পাশ করে হিন্দু কলেজে পড়েন। পরবর্তীকালে উত্তরপাড়া, বর্ধমান, বারাসাত, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি সরকারিস্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ, কর্মঠ ও শৃঙ্খলাপরায়ণ মানুষ। ছাত্রেরা তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতিতে মুগ্ধ হয়ে থাকত। তাঁর খ্যাতি বাংলাদেশের সর্বত্র বিস্তৃত ছিল। আজও তাঁর নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'চেয়ার' বা পদ আছে।

এবার আলোচ্য প্রসঙ্গে আসা যাক। রামতনু ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চৈত্রমাসে বারুইহুদা গ্রামে তাঁর মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণনগরের রাজা গিরীশচন্দ্র ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে কৃষ্ণনগরের মধ্যবিত্ত সমাজ তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম, কেন্দ্রীভূত রাজ পরিবার ও তাদের আত্মীয় স্বজন, আশ্রিত ব্যক্তিরা।

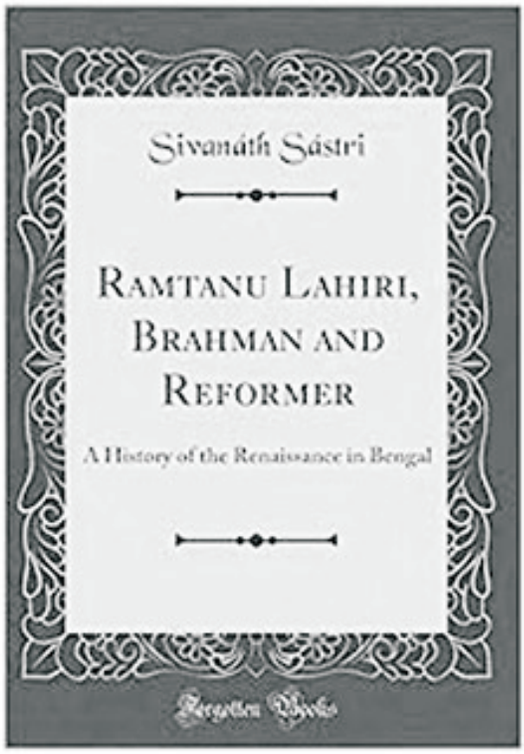

দ্বিতীয় স্বাধীন বৃত্তি সম্পন্ন পরিবারগুলি। তাঁদের মধ্যে অনেকে ফার্সি ভাষা শিক্ষালাভ করে বিষয়কর্ম উপলক্ষে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে, স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। ওই শ্রেণীভুক্ত কিছু কিছু ব্যক্তি ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে বিভিন্ন জেলায় কাজ করতে লাগলেন। রাজা গিরীশচন্দ্র ছিলেন অতি অসার, অল্পবুদ্ধি ও নীচ প্রকৃতির লোকের বশ্যতাপন্ন। তাঁর সময়ে স্বার্থপর, হীনচরিত্র লোকেরা রাজবাড়িকে ঘিরে রাখত।

গিরীশ চন্দ্রের পরবর্তী রাজা ছিলেন শ্রীশ চন্দ্র। বিবিধ গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, তিনি নারী ঘটিত নানা পাপে লিপ্ত ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র অত্যন্ত সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তাই সুগায়ক ও গায়িকাদের নিয়ে এসে রাজবাড়িতে গানের আসর বসাতেন। কোন একবার গায়িকাদের দলে একটি নাবালিকাকে দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং একেবারে কিনে নিলেন। সেই থেকে ঐ মেয়েটি রাজবাড়ির অন্যান্য পরিচারিকাদের সাথে থাকতে লাগল। ক্রমে মেয়েটি পূর্ণ যৌবনা হয়ে উঠলে রাজা দেওয়ানের পরামর্শ উপেক্ষা করে, মেয়েটিকে সুরাপান করিয়ে বন্ধুদের সাথে মিশে হাস্য-পরিহাস, আমোদ প্রমোদে ডুবে থাকতেন। আর এক রাত্রির ঘটনা। রাজবাড়িতে এক-অপূর্ব সুন্দরী ও 'সুকণ্ঠের অধিকারী' তওয়ায়েফাওয়ালীকে আনা হয়েছিল। তার নাচে ও গানের রাজার পারিষদবর্গ অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। শ্রোতা ও দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন, এই রমনী সুন্দরী খ্যামটা নাচতে পারে। ঐ প্রস্তাব মেনে রাজা স্বয়ং ঐ রমনীকে খ্যামটা নাচতে আদেশ করলেন। মেহফিল জমে উঠেছে, শ্রোতা দর্শক সুরাপানে আত্মবিস্মৃত। তখন ঐ সুন্দরী রমনী পেশোয়াজ ছেড়ে একখানা কালো পেড়ে সূক্ষ্ম ধুতি পরে আসরে প্রবেশ করল। মনে হল যেন স্বর্গ-থেকে অপ্সরা মর্ত্যে অবতীর্ণ হল। মদের নেশায় তখন অল্প বয়স্ক কয়েকজন টলতে টলতে নাচের তালে পা ফেলতে লাগল। এই হচ্ছে সেই সময়কার সমাজের নীতিবোধ—যেখানে সমাজপতি স্বয়ং এক বাঈশ্রেণির মেয়েকে মদ খাইয়ে তার সাথে হাস্য পরিহাস করতে লজ্জা বোধ করেন না। যে সমাজে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির প্রসাদে নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে এ রকম আমোদ প্রমোদ চলে, সে সমাজের নীতির অবস্থা কেমন ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ইংরেজ সরকার কৃষ্ণনগরের গোয়াড়িতে নদীতীরে প্রশস্ত জায়গা বেছে নিয়ে বিচারালয় স্থাপন করল। সাহেবরা থাকতেন গোয়াড়ির পশ্চিম দিকে এবং দেশীয় আমলা, উকিল, মোক্তার ও মুনুরিরা পূর্বদিকে নিজ নিজ বাড়ি তৈরি করে থাকতেন। তখন বিদেশে কর্মস্থলে পরিবার নিয়ে যাওয়ার প্রথা ছিল না। প্রত্যেকেরই একজন করে উপপত্নী বা রক্ষিতা থাকতো, কারণ পরস্ত্রী গমন তখনকার সমাজে নিন্দিত ছিল না।

এছাড়া সমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও বেশ্যালয়ে গিয়ে মাঝরাত পর্যন্ত আমোদে লিপ্ত থাকতেন। অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি নিজের রক্ষিতার জন্য পাকা বাড়ি তৈরি করে দিতেন এবং অন্যদের কাছে তার বর্ণনা দিয়ে আত্মশ্লাঘা উপভোগ করতেন। তখনকার বাংলাদেশে তথাকথিত ভদ্র সমাজের ব্যক্তিরাও প্রকাশ্যে দূষিত চরিত্র নারীদের সাথে মিশতে লজ্জাবোধ করতেন না। এই ছিল তখনকার সামাজিক অবস্থা। সেইজন্য ঐ দূষিত সমাজে মেলামেশা করে পাছে ছেলে নষ্ট হয়ে যায়, তাই সাধু প্রকৃতি রামকৃষ্ণ লাহিড়ি পুত্র রামতনুকে কলকাতায় জ্যেষ্ঠপুত্র কেশবচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে তার প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বললেন।

কবিতা

উজ্জ্বল

অনির্বাণ কর

হঠাৎ করে লোডশেডিং—
অন্ধকারে ডুবে যায় শ্যামবাজার পাঁচ
মাথার মোড়।
মানুষের হাঁটাচলা, ট্রামের ঘড় ঘড় টুং টাং,
বাস-গাড়ির হর্ণ-ওভারটেক-গতি নিয়ে

ছুটে যাওয়া
তবু থামে না
অন্ধকারে মিলিয়ে যায়
একদিক থেকে আর-একদিকে।

সবকিছু ঝাপসা,
কিছুটা স্পষ্ট শুধু দোকানগুলো
কিছু ব্যাটারি আর জেনারেটরের খোলাটে
আলোয়

বাদবাকি কেরোসিন শিখায়।
আর এই অন্ধকারে যিনি সবচেয়ে উজ্জ্বল
তিনি হলেন সুভাষ চন্দ্র বসু
ছুটন্ত ঘোড়ার ওপর বসে।

সৃষ্টি ও লয়

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য

সূর্য পথের রশ্মি বেয়ে ঘোরে অবিরাম
গ্রহমালা সব, অন্তবিহীন যাত্রাপথ ধরে—
পুঞ্জ পুঞ্জ গ্রহাণু, অজানা যার নাম
ধূমকেতু সব পথ হারিয়ে শূন্যে আছড়ে মরে।

নিখিল বিশ্বের কালো আঁধারে সৃষ্টি হয় শেষ
তারারাশি আকাশের বুক চিরে গহ্বরে যায়
নেমে—
অসীম শূন্যের মাঝে সৃষ্টি নেয় নতুনতার বেশ
জগৎ উদ্ভূত হলে অমিততার উল্লাস যায়
থেমে।

ধরিত্রীর হৃদয় খুঁড়ে উপচে ওঠে জলধারা
পাহাড় চুড়ো থেকে ঝরনা নামে বেগে—
বিলিয়ে আপনাকে মৃত্তিকার ফসল হয় সারা
ভুবন ওঠে নব আনন্দে জেগে।।

জাগা

তাপস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আর নয় এবার জেগে ওঠার পালা
জাগতে চাই, জাগা ভালো
কিন্তু জাগবো কি করে?
এ জীবন শৃঙ্খলে বাঁধা
এ জীবন সংশয় আর সংঘাতে পরিপূর্ণ

এ জীবন খুঁজতে খুঁজতে
নিজেই নিজের কাছে হারিয়ে ফেলি?
সেখানে সোজাভাবে মেরুদণ্ড খাড়া করে
কিভাবে দাঁড়াতে পারি

তার চেয়ে এই ভালো নয় কি
জাগার আগে আর একবার
ঘুমিয়ে পড়ি শীত ঘুমের ভিতর।
হয়তো স্বপ্নের ভেতর স্বপ্ন খুঁজে পাবো
জাগার পর জেগে ওঠার মহড়ায়।
তো বিরতি রেখেই
প্রতিবাদ এখন আমাদের কাঙ্খিত
হাতিয়ার।

স্টেডিয়াম

ঘরে ফিরলেন ধাওয়ান

নয়াদিল্লি-শিখর ধাওয়ানকে ছেড়ে দিল সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ। প্রায় দশ বছর পর দিল্লি ডেয়ার ডেভিলসের জার্সিতে খেলতে দেখা যাবে তাঁকে। নিলামের সময় 'রাইট টু ম্যাচ'-এ প্রায় ৫.২ কোটি টাকা অর্থ দিয়ে শিখর ধাওয়ানকে দলে রেখেছিল হায়দ্রাবাদ। কিন্তু এই অর্থে সন্তুষ্ট নয় শিখর ধাওয়ান। সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেট দলের শিখর অত্যন্ত ভাল ফর্মে রয়েছেন। তাই তাঁর দাম বেশি। ফলে শিখর ধাওয়ানকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে দিল্লি ডেয়ার ডেভিলসে।

স্বপ্নার জন্য

নয়াদিল্লি-সাত রকমের সাত জোড়া নতুন জুতো পাচ্ছেন এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী হেপ্টাথলিট স্বপ্না বর্মন। নামকরা একটি ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী সংস্থা স্বপ্না বর্মনকে এই নতুন জুতো দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। হেপ্টাথলনে ভারতের প্রথম এশিয়াড সেরার নজির গড়া এই অ্যাথলিটের দু'পায়ে বারোটি আঙুল। এরই জন্য দু'মাস ধরে বিশেষ জুতো তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে সংস্থাটি। জার্মানিতে এই কারখানায় ট্রায়াল দিতে অনেকবার যেতে হয়েছিল স্বপ্নাকে।

বিলুপ্ত বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি-জাতীয় ফুটবলের আঙিনা থেকে প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে বাংলা। অথচ একটা সময় ছিল, যখন এই বাংলাই ছিল ফুটবলার তৈরি করার সেরা জায়গা। জাতীয় প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মেয়েদের জাতীয় স্তরের প্রতি যোগিতায় এখন বাংলার খেলোয়াড় দেখাই যায় না। সিনিয়র দলে মাত্র চারজন বাংলার খেলোয়াড়। জুনিয়র বিভাগে বাংলার মাত্র একজন ডাক পেয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য ওড়িশা এবং সিকিম থেকে অনেক বেশি সংখ্যক খেলোয়াড় জাতীয় দলে ডাক পাচ্ছে। মহিলা ফুটবলেরও শোচনীয় হাল। অতীতের বাংলা তারকা খেলোয়াড়রা জানান, 'আই এফ এ'-এর দায় এড়াতে পারে না।

সূর্যের জয়

দাবার আসরে বিশ্বনাথন অনন্দ বনাম সূর্যশেখর গাঙ্গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি-র‍্যাপিড চেজে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন অনন্দ প্রথমবারে খেলতে নেমে হেরে গেলেন বাংলার গ্র্যান্ডমাস্টার সূর্যশেখর গাঙ্গুলির কাছে। ম্যাচের শেষে সূর্য বলেন, এই ম্যাচে আনন্দের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখলেন। র‍্যাপিড দাবায় চ্যাম্পিয়ন হলেন আমেরিকার গ্র্যান্ডমাস্টার হিকারুনাকামুরা। দ্বিতীয় স্থানে ভারতের পেণ্ডালা হরিকৃষ্ণ। তৃতীয় স্থানে আর্মেনিয়ার লেভন অ্যারোনিয়ন। জীবনে প্রথমবার আনন্দকে হারালেন সূর্য। সূর্য বলেন, 'একটা ম্যাচে আমি আনন্দকে হারিয়েছি। তাতে কিছু যায় আসে না কারণ আনন্দ এখন বিশ্বসেরা। এমন মিট যত বেশি হবে দেশে দাবার মান আরও বাড়বে।

হরমনপ্রীতের ঝোড়ো সেঞ্চুরি

হরমনপ্রীত কাউর

জর্জটাউন-ব্যাটে বলে দাপট দেখিয়েই টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে ফেভারিট নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে দিলেন ভারতের মেয়ে ক্রিকেটাররা। এই জয়ের অন্যতম শরিকের অবশ্যই ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত। গায়ে জ্বর নিয়ে খেলে মাত্র ৪৯ বলে টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে সেঞ্চুরি করেছে হরমনপ্রীত কাউর। দলের কনিষ্ঠ খেলোয়াড় এই প্রথম বড় মাপের ম্যাচে মাঠে নেমে ৪৫ বলে ৫৯ রান করেন। পুনম এবং হেমলতার ঘূর্ণি বলে কিউয়ি মেয়েরা হার মানলেন। পুনম ৩৩ রান দিয়ে তিন উইকেট আর হেমলতা ২৬ রান দিয়ে তিন উইকেট পেয়েছেন। ভারত ২০ ওভার ১৯৪-৫ এবং নিউজিল্যান্ড ১৬০-৯।

ফের তাতিয়ানা

তাতিয়ানা কালদেরন

কলম্বিয়া-কলম্বিয়ার তাতিয়ানা কালদেরন কি এফ ওয়ানের আরও এক মেয়ে চালক হচ্ছেন? এর আগে ২৫ বছরের তাতিয়ানাই প্রথম লাতিন আমেরিকান মেয়ে হিসেবে সরকারি ভাবে কোনও এফ ওয়ান গাড়ি চালান গত মাসে মাঞ্চিয়াতে। এরপর ইতালিতে হতে চলেছে তাঁর দ্বিতীয় পরীক্ষা। এসব নিয়ে ভীষণ উচ্ছ্বসিত তাতিয়ানা।

রুনির বিদায়ী ম্যাচ

বিদায়ী ম্যাচের পর সতীর্থদের সঙ্গে রুনি

ইংল্যান্ড-ওয়েন রুনির বিদায়ী ম্যাচে ইংল্যান্ড ৩-০ গোলে হারাল যুক্তরাষ্ট্রকে। ভিড়ে ঠাসা ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে দর্শকরা তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা জানান। অনেক চেষ্টা করেও প্রাক্তন অধিনায়ক গোল পেলেন না এই ম্যাচে। তিনি এদিন ৫৪ মিনিট মাঠে ছিলেন। সপরিবারে মাঠে এসেছিলেন রুনি। ম্যাচের শেষে রুনি বলেন, 'আমার রেকর্ডটা ভাঙলে হ্যারিকেনই ভাঙবে। সবচেয়ে বেশি গোল করবে কেন-ই। ১২০টি ম্যাচে ৫৩টি গোল রয়েছে রুনির। কেনের থেকে ৩৪ গোল এগিয়ে। ফুটবল সংস্থার পক্ষ থেকে এদিন রুনির হাতে স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

মুশফিকুরের রেকর্ড

ঢাকা-জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে টেস্টে কেরিয়ারের সেরা পারফরম্যান্স দেখালেন মুশফিকুর রহিম। তিনি ২১৯ রানে নট আউট থেকে যান। এর আগে মোমিনুল হক করেন ১৬১ রান। এই দু'জনের জেরে দ্বিতীয় উইকেটে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৫২২-৭ তোলে বাংলাদেশ। পাঁচ বছর আগে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গলে মুশফিকুর ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন। এবার জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে তাঁর ২১৯ দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ স্কোর। বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটে উইকেটকিপার হিসেবে এই প্রথম দুটো ডাবল সেঞ্চুরি করলেন মুশফিকুর।

কবাডি লিগ

মুম্বই-প্রো লিগের দৌলতে কবাডি নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে। ক্রিকেটের খেলা চলতে থাকা সত্ত্বেও কবাডি নিয়ে মানুষ এখন বেশ উত্তেজিত। মুম্বই জোনের খেলা সুপারহিট। এরপর আমেদাবাদ, বিশাখপত্তনম ও কলকাতায় খেলা রয়েছে। খেলতে বলিউড তারকারা হাজির থাকছেন।

হিমাকে সম্মান

সোনাজয়ী হিমা দাস

নয়াদিল্লি-ভারত থেকে প্রথমবার ইউনিসেফের যুব অ্যাম্বাসাডর নিযুক্ত হলেন এশিয়ান গেমসে ৪×৪০০ মিটার রিলেতে সোনাজয়ী হিমা দাস। এই নতুন সম্মানে যথেষ্ট আপ্লুত হিমা জানান, 'ইউনিসেফের যুব অ্যাম্বাসাডর হিসেবে আমাকে বেছে নেওয়ার জন্য আমি সম্মানিত। আমার মনে হয় এতে অনেক যুবক-যুবতী অনুপ্রাণিত হবেন। শিশু দিবসের দিনেই ইউনিসেফ এটি ঘোষণা করেন। হিমা ছোট থেকেই খুব আশাবাদী। খেলার মাঠ তাঁকে সবসময় টানত। ভোরবেলা থেকে কঠোর অনুশীলন করে নিজেকে ঠিল ঠিল করে তৈরি করেছেন হিমা।

মুক্ত কর, মুক্ত কর, অন্ধকারের এই দ্বার......

বাহক রক্ত পরীক্ষার শিবিরে কিডস কেয়ার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ভিড়। নিজস্ব চিত্র

তুলিকা আর্ট স্কুলে স্বয়ং প্রচারে হাজির সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। নিজস্ব চিত্র

লিফলেট দিয়ে মানুষকে সচেতন ও আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যরা। নিজস্ব চিত্র

রামবন্ধু ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনে শিশুদের বাহক রক্ত পরীক্ষা চলছে। নিজস্ব চিত্র

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ : ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী স্বাস্থ্যের বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? : যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,
আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ : ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) আশিষ সাহা ২) কেশব কান্তি বিশ্বাস ৩) স্বরূপ বোস ৪) তরুণ রায় ৫) রজত বোস ৬) ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি ৭) দেবশঙ্কর নন্দী ৮) বুদ্ধদেব বক্সি ৯) তপন ব্যানার্জী ১০) অশোক পাল ১১) অনুপম দাস ১২) সৈকত মুখার্জী ১৩) সোনালী বিশ্বাস ১৪) সঞ্জয় সর্দার ১৫) সঞ্জয় সাহা ১৬) পার্থ দাস ১৭) সঞ্জয় সেনগুপ্ত ১৮) বিপ্লব সুর ১৯) অপূর্ব রায় ২০) শিল্পী মুখার্জী ২১) সন্দীপ মিত্র ২২) অমল বোস ২৩) তপন কুমার ঘোষ ২৪) তাপস কুমার চক্রবর্তী ২৫) রিতা বিশ্বাস ২৬) সৌরভ সুন্দর ২৭) শোভন চক্রবর্তী ২৮) মিনাক্ষী পাল ২৯) নন্দিতা পাল ৩০) রামকৃষ্ণ কাহার ৩১) মলয় সাহা ৩২) হীরা দাস ৩৩) বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী ৩৪) সেখ নাজিবুর রহমান ৩৫) ইন্দ্র দত্ত ৩৬) প্রিয়জিত ভৌমিক ৩৭) শান্তি ব্যানার্জী ৩৮) রীতেশ ঘোষ ৩৯) শীলা নন্দী ৪০) অমিতাভ সিনহা ৪১) দেবাশিষ ভট্টাচার্য্য ৪২) শুভাশিষ সুর ৪৩) পুলক কুমার সুর ৪৪) সমীরণ গুহ রায় ৪৫) রূপা ব্যানার্জী ৪৬) মঞ্জুশ্রী সাহা ৪৭) মিশিপ রায় ৪৮) দেবাশীষ দাস ৪৯) নন্দিতা রায় ৫০) রাজা কর ৫১) ডাঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী। ৫২) আশিস ভট্টাচার্য ৫৩) কমলকান্তি ঘোষ ৫৪) রবিরঞ্জন দাস ৫৫) আলোকনন্দা সিকদার ৫৬) মধুমিতা পাত্র ৫৭) শুভময় কুণ্ডু ৫৮) সুদীপা কর্মকার ৫৯) গোপাল সাহা ৬০) তাপস মুখার্জি ৬১) উমেশ গুপ্তা ৬২) মধু শেঠ ৬৩) অনুপম রায় ৬৪) শরদিন্দু চ্যাটার্জি ৬৫) বুদ্ধদেব শর্মা ৬৬) মোনালিসা হালদার ৬৭) বিক্রম রায় ৬৮) টিম আতন ৬৯) সুকুমার পাল ৭০) শিশির (টিকু) ভট্টাচার্য ৭১) সবসাচী বসু ৭২) এস. এস. চন্দ ৭৩) তনয় মাইতি ৭৪) বিশ্বজিৎ ঘোষ ৭৫) সমরেন্দ্র পাল ৭৬) অভিজিৎ শীল ৭৭) মানবেন্দ্র সরকার ৭৮) মৌমিতা ঘোষ ৭৯) শান্তনু ঘোষ ৮০) অভিষেক মিত্র ৮১) এস কে বাবলু ৮২) কানন কুমার মণ্ডল।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভুপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা- ৭০০ ০০৪, যোগাযোগ : (০৩৩) ২৫৩০,৬৫৭২,৯৮৩০৫ ৬০২৯৬, ৯৪৩৩০ ৯৮০২২

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 033 2543 6465/ 98305 60296/ 98315 77444,